The Partnership Act, 1932

(Latest Amendment 2013)

Presented by:

Mohammad Safayet Hossain

Deputy General Manager & Principal

Rupali Bank Training Academy

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ধরণ ও বৈশিষ্ট:

- **একক মালিকাধীন (Sole Proprietorship) ব্যবসাঃ**
  - Wholly owned and run by a single person
  - Receive all profit
  - Unlimited liability for all losses and debt
  - No legal filing, fees or professional advice is required
  - Only a permission (trade license) from local govt. authority is needed

- **অংশীদারী (Partnership) কারবার /ফার্ম:**
  - Formed under section-4 of Partnership act, 1932
  - *"Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all."*
  - The profits and losses are shared proportionately
  - Maximum no. of members : **10 in case of banking business**, **20 in case of other business** (restriction imposed by section 4 of Company act, 1994 not by Partnership act, 1932)

❑ যৌথ উদ্যোগী (Joint Venture) কারবারঃ

- It is similar to a partnership business, with one key difference: **a partnership generally involves an ongoing**, **long-term business relationship,** whereas **a joint venture is based on a single business transaction.**
- Individuals or companies choose to enter joint ventures in order to share strengths, minimize risks, and increase competitive advantages in the marketplace. *For example,* a high-technology firm may contract with a manufacturer to bring its idea for a product to market; the former provides the know-how, the latter the means.

  Franchise: A franchise is a business whereby the owner licenses its operations—along with its products, branding, and knowledge—in exchange for a franchise fee.
- The franchisor is the business that grants licenses to franchisees.
- The Franchise Rule requires franchisors to disclosure key operating information to prospective franchisees.1
- Ongoing royalties paid to franchisors vary by industry and can range between 4.6% and 12.5%.

❑ যৌথ মূলধনী কারবার (Joint Stock Company):

কোম্পানী Company)

- A company is an *association of persons* formed under the Companies Act, 1994 with a view to achieving *some common objectives*.

The Partnership Act, 1932

(Latest Amendment 2013)

- কার্যকারিতা: ১লা অক্টোবর ১০৩২
- মোট অধ্যায়: ৮
- মোট ধারা: ৭৪

The Partnership ACT 1932

অংশীদারী আইন ১৯৩২

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন (Partnership ACT) মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে,

“সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাদের প্রত্যেককে অংশিদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদেরকে অংশিদারী ব্যবসা বলা হয়”.

পার্টনারশীপ আইনে ‘Partner’ ‘Firm’ ও ‘Firm Name’ এর অর্থ:

পার্টনারশীপ আইন, ১৯৩২ এর ধারা ৪ অনুযায়ী-

Persons who have agreed into partnership with one another are called individually ‘PARTNERS’ and collectively ‘FIRM’ and the name under which their business is carried on is called the ‘FIRM NAME.

পার্টনারশীপ কারবারে পার্টনারের বৈধ সংখ্যা:

Section 11 of The Companies Act, 1994 provides that the maximum no. of persons, a firm can have:

- **In case of partnership firm carrying on a banking business 10**
- **In case of partnership firm carrying on any other business 20.**
- **If the number of partners exceeds the aforesaid limit, the partnership firm becomes an illegal association.**

পার্টনারশীপ ব্যবসার গঠন-প্রণালী:

(ক) দুই বা ততোধিক উদ্যোক্তা ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা সৃষ্টি

(খ) মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় পরিচালনা, লাভ-ক্ষতি বন্টন, নতুন অংশীদার যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন (চুক্তি মৌখিক বা লিখিত)। চুক্তিপত্র নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) অংশীদারগণ কর্তৃক মূলধন সরবরাহ

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ

(ঙ) অংশীদরি ব্যবসায় শুরু

অংশীদারের প্রকারভেদ:

- সক্রিয় অংশীদার (Active partner)
- সুপ্ত অংশীদার(Sleeping partner)
- নামমাত্র অংশীদার

(Nominal partner, does not contribute any capital; but lends his name and credit to the firm)

- উপ-অংশীদার (Sub-partner)
- শুধুমাত্র মুনাফাভুগী অংশীদার (Partner in profits only)
- নাবালক অংশীদার (Minor as a partner)

অংশীদারী চুক্তি (partnership deed):

- অংশীদারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত শর্তাদি সম্বলিত দলিলকে অংশীদারী চুক্তি বলা হয় (The document which contains the term of a partnership as agreed among the partners is called “partnership deed)
- অংশীদারী চুক্তি অবশ্যই **উপযুক্ত মূল্যের স্টাম্প দ্বারা আবৃত হতে হবে** এবং **পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সাক্ষ্যযুক্ত হতে হবে।**
- চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে, তবে বিবাদ এড়াতে সকল চুক্তি লিখিত হওয়া উত্তম।
- চুক্তি রেজিষ্ট্রার্ড হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে রেজিষ্টার্ড চুক্তির আইনগত ভিত্তি শক্ত আর নিরাপদ।

অংশীদারী চুক্তিতে যা কিছু থাকবে:

- Nature of business
- Duration of partnership
- Name of the firm
- Contribution of Capital
- Share of partners in profits and losses
- Bank Account
- Books of account
- Powers, Rights and Responposibilities of partners
- Retirement and expulsion of partners
- Death of partner
- Dissolution of firm
- Settlement of disputes

ধারা-৫

চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।

ধারা-৯ অংশীদারগণের সাধারন কর্তব্য

অংশীদারগন ফার্মের কারবার পরিচালনাকালে সর্বাধিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য থাকবেন এবং একজন অপরজনের ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হবেন এবং কোন অংশীদার বা তার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফার্মের সঠিক হিসাব নিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করবেন।

ধারা-১১ অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য তাদের মধ্যকার কোন চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারন

এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ফার্মের অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য তাদের মধ্যকার চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে এবং উক্ত চুক্তি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হতে পারে।

ধারা-১৮ অংশীদার ফার্মের এজেন্ট

এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ফার্মের কারবার পরিচালনার জন্য অংশীদার হচ্ছেন ফার্মের এজেন্ট।

ধারা-২১ জরুরী অবস্থায় অংশীদারদের ক্ষমতা

জরুরী অবস্থায় ফার্মকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একজন অংশীদার যে কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখেন যেরূপ একজন বিচক্ষন লোক অনুরুপ পরিস্থিতিতে তার নিজের ব্যাপারে করে থাকেন।

ধারা-২৫ ফার্মের কাজের জন্য অংশীদারদের দায়।

অংশীদার থাকা কালে ফার্মের সকল কাজের জন্য প্রত্যেক অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে দায়ী।

ধারা-২৬ অংশীদারদের অন্যায় কাজের জন্য ফার্মের দায়।

ফার্মের স্বাভাবিক কার্য চলাকালে কোন অংশীদারের অন্যায় কার্য বা কার্য বিরতি দ্বারা কোন পক্ষের ক্ষতি হলে অংশীদার যতদুর দায়ী হবে, ফার্ম ও ততদুর দায়ী হবে।

ধারা-৩০ অংশীদারি সুবিধার মধ্যে গৃহিত নাবালক

নাবালক ব্যবসার অংশীদার হতে পারবে না কিন্তু তৎকালীন সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে তাকে অংশীদারির সুবিধার মধ্যে গ্রহণ করা যায়। এরূপ নাবালকের অংশ ব্যবসার কার্যাবলীর জন্য দায়বদ্ধ, কিন্তু নাবালক ব্যক্তিগতভাবে অনুরুপ কোন কাজের জন্য দায়ী নয়।

ধারা-৩১ অংশীদারকরণ

অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি এবং ৩০ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে বর্তমান অংশীদারদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে ফার্মের অংশীদার করা যাবে না।

ধারা-৩৫ মৃত অংশীদারের সম্পদের দায়।

যেক্ষেত্রে অংশীদারগনের মধ্যকার কোন চুক্তি অনুযায়ী কোন অংশীদারের মৃত্যুকে ফার্ম বিলুপ্ত হয় না, সে ক্ষেত্রে মৃত অংশীদারের সম্পদ তার মৃত্যুর পরে সম্পাদিত ফার্মের কোন কার্যের জন্য দায়ী থাকে না।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা পাওনার সার্বিক নিষ্পত্তিকে বোঝায়। অংশীদারি আইনির ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি (ধারা ৩৯-৪৪)

নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. চুক্তি অনুসারে বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪০ ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

২. বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে নিচের দু'টি অবস্থায় অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে।

(ক) সকল অংশীদার বা একজন ব্যতীত সকল অংশীদার এক সাথে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে; বা

(খ) কোনো ঘটনা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৩. বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে নিচের যে কোনো অবস্থায় এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে:

(ক) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সময় উত্তীর্ণ হলে;

(খ) পূর্ব নির্বারিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে;

(গ) কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে;

(ঘ) কোনো অংশীদার দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে।

৪. বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন

অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ইচ্ছাধীন অংশীদারির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটবে।

৫. আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন

আদালতে ব্যবসায় বা অংশীদারের বিষয়ে কোনো মামলা করা হলে বা ব্যবসায় ভঙ্গের আবেদন করলে অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে নিচের যে কোনো কারণে আদালতে ব্যবসা ভঙ্গের নির্দেশ দিতে পারে।

ধারা- ৬৯ নিবন্ধন না করার পরিণাম

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধন অফিসে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভূক্ত করাকে বোঝায়। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধন ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে।

১) কোন ফার্মের বিরুদ্ধে উক্ত ফার্মের অংশীদার হিসাবে মোকাদ্দমাকারী কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কেউ অথবা উক্ত ফার্মের অংশীদার ছিল বা আছে বলে দাবীদার কোন ব্যক্তি কোন চুক্তি হতে উদ্ভূত কোন অধিকার বা এই আইন দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার বলবত করার জন্য কোন আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করতে পারবেন না, যদি উক্ত ফার্ম রেজিষ্ট্রিকৃত না হয় এবং ফার্ম সমূহের রেজিষ্টারে মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিকে উক্ত ফার্মের অংশীদার হিসাবে দেখানো না হয়ে থাকে।

২) কোন ফার্ম নিজে বা এর পক্ষে অন্য কেউ কোন তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোন চুক্তি হতে উদ্ভূত কোন অধিকার বলবৎ করার জন্য কোন আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করতে পারবে না, যদি উক্ত ফার্ম রেজিষ্ট্রিকৃত না হয়।

Thank You!